অধ্যায়-৫: হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ মি. কামাল 'রূপসা ব্যাংকে' চাকরি করেন। ঈদ সেলামি হিসেবে তিনি তার মেয়ে ঐশীকে কিছু ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকার নতুন নোট উপহার দিলেন। ঐশী জানতে চাইল, এই নতুন টাকাগুলো 'রূপসা ব্যাংক' ছাপায় কিনা? মি. কামাল বললেন যে, কিছু টাকা সরকার ও কিছু টাকা 'গড়াই ব্যাংক' ছাপায় কিন্তু 'রূপসা ব্যাংক' কোনো টাকা ছাপাতে পারে না। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. অঙ্গীকারপত্র কী? ১

খ. হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত নোটগুলো কী ধরনের নোট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'গড়াই ব্যাংকে'র পক্ষে বাংলাদেশের প্রচলিত ১ টাকা ও ২ টাকার নোট প্রচলন করা কী সম্ভব? ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অঙ্গীকারপত্র বা প্রমিসরি নোট বলতে এমন কোনো পত্র বা দলিলকে বোঝায় যাতে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করে।

খ হস্তান্তরের মাধ্যমে যে দলিলের মালিকানার পরিবর্তন ঘটে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

যথানিয়মে একহাত থেকে অন্যহাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে এ দলিলের হস্তান্তরগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা অর্জন করে। আমাদের দেশে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন অনুসারে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে উলে-খ্য ৫ টাকা হলো সরকারি নোট এবং ১০ টাকা ও ২০ টাকা হলো ব্যাংক নোট।

সরকারি নোট মূলত দেশের সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইস্যু করে থাকে। অন্যদিকে, ব্যাংক নোট সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যে ৫, ১০ ও ২০ টাকার নোটের উলে-খ রয়েছে। এক্ষেত্রে উলি-খিত নোটগুলোর মধ্যে ৫ টাকার নোট সাধারণত সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত। অর্থাৎ এ নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে, যা সরবারি নোটের পরিচয় বহন করছে। বাংলাদেশের সরকার ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট ইস্যু করে থাকে। উক্ত তিনটি নোট ব্যতীত সকল নোটই ব্যাংক নোট। তাই উলে-খ্য ১০ টাকা ও ২০ টাকার নোটকে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক নোট বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের 'গড়াই ব্যাংক' দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হওয়ায় ব্যাংকটির পক্ষে বাংলাদেশের প্রচলিত ১ ও ২ টাকার সরকারি নোট প্রচলন করা সম্ভব।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাধারণত সরকারি নোট ছাপা হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এরূপ নোট প্রচলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের ঐশী কৌতুহলের বশে জানতে চাইলো ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকার নোট তার বাবা অর্থাৎ মি. কামালের ব্যাংকটি ছাপায় কিনা। মি. কামাল তাকে বললেন, কিছু টাকা সরকার ও কিছু টাকা 'গড়াই ব্যাংক' ছাপায়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে উলি-খিত ৫ টাকার নোট সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত। আর বাকি দু'টি নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'গড়াই ব্যাংক' ইস্যু করে।

উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়াই ব্যাংকের পক্ষে কেবল ব্যাংক নোটগুলো ইস্যু করা সম্ভব। অর্থাৎ সরকারি নোট হিসেবে চিহ্নিত ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট 'গড়াই ব্যাংক' ইস্যু করে না, যা শুধু সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচলন করা হয়।

প্রশ্ন ▶২ রাজশাহীর রানু দাস ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ঢাকার চকবাজারের মনু মোল-াকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। মনু মোল-া সেটি তার হিসাবে জমা দেন। তবে ১ জানুয়ারি তারিখে ইস্যুকৃত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে জমা দেন। *[চ. বো. ১৬]*

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেকটি কোন ধরনের? এ চেকের সুবিধা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মনু মোল-া কীভাবে তার প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারবেন? বিশে-ষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ লভ্যাংশ ঘোষণার পর তা ব্যাংক হতে সংগ্রহের জন্য কোম্পানি শেয়ার মালিকদের যে প্রমাণপত্র প্রদান করে তাকে লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট বলে।

লভ্যাংশ ওয়ারেন্টে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশের পরিমাণ উলে-খ থাকে। এটি ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার মালিক অর্থ সংগ্রহ করে নিতে পারে। এরূপ ওয়ারেন্ট দাগকাটা না হলে যথানিয়মে অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। এর দ্বারা হস্তান্তরগ্রহীতা এর অর্থ সংগ্রহের অধিকারী হয়।

গ উদ্দীপকে মনু মোল-া কর্তৃক প্রাপ্ত চেকটি একটি দাগকাটা চেক। বাহক চেক বা হুকুম চেকের উপরিভাগের বাম প্রান্তে কিছু লিখে বা না লিখে দু'টি আড়াআড়ি দাগ টানলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

উদ্দীপকে রাজশাহীর রানু দাস ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার একটি চেক ঢাকার মনু মোল-াকে প্রদান করে। মনু মোল-া চেকটি তার হিসাবে জমা দেন। অর্থাৎ তিনি চেকের অর্থ তার হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করেন, যা কেবল দাগকাটার চেকের একক বৈশিষ্ট্য। দাগকাটা চেকের টাকা নগদায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মূলত ব্যাংক কাউন্টার থেকে নগদে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। তা ব্যক্তির হিসাবে জমাদান পূর্বক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়। এক্ষেত্রে মনু মোল-া তার প্রাপ্ত চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য দাগকাটা চেকের অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি অনুসরণ করায় বলা যায় তার প্রাপ্ত চেকটি একটি দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকের মনু মোল-ার চেকটি বাসি হওয়ায় তার প্রাপ্য টাকা আদায়ে তিনি বাসি চেকের অর্থ প্রাপ্তির পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

প্রস্তুতের তারিখের পর থেকে চেক ভাঙানোর আইনানুগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চেক ভাঙানো না হলে উক্ত চেককে বাসি চেক বলে। চেক ইস্যুর তারিখ থেকে পরবর্তী ছয় মাস উত্তীর্ণ হলে চেকটি বাসি চেকে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে রাশাহীর রানু দাস ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে ঢাকার মনু মোল-াকে একটি ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার চেক ইস্যু করে। রানু দাস চেকটি জানুয়ারির ১ তারিখে ইস্যু করলেও মনু মোল-া উক্ত চেকটি ৮ জুলাই তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ চেকটি ইস্যু তারিখ

থেকে ছয় মাস অতিক্রান্ড় হয়েছে। তাই এটি বাসি চেকে রূপান্ড়রিত হয়েছে।

মনু মোল-া বাসি চেকের অর্থপ্রাপ্তিতে তা পুনরায় নবায়ন করে এর অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। অর্থাৎ মনু মোল-া রানু দাসের কাছে পুনরায় বাসি চেকটি উপস্থাপন করবে। এরপর রানু দাস চেকের তারিখ পরিবর্তনের পর উক্ত স্থানে স্বাক্ষর সংযুক্ত করে চেকটিকে পুনরায় নবায়ন করবে। নবায়নকৃত চেকটি ব্যাংকে জমাদানের মাধ্যমে মনু মোল-া বাসি চেকের অর্থ আদায়ে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ▶৩ ফাতেমাকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখল এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। সে বাসে যেতে তার ব্যাগ থেকে একটা নোট বের করল যার ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা এবং অর্থসচিব এতে স্বাক্ষর করেছেন। *[ব. বো. ১৬]*

ক. পে-অর্ডার কী? ১

খ. ব্যাংক ড্রাফট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফাতেমা পরবর্তীতে যে নোট ব্যাগ থেকে বের করেছে তা কোন ধরনের নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বড় ধরনের লেনদেনে বাবা প্রদত্ত নোট ফাতেমার নিকট থাকা নোট অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ'- বক্তব্যের সত্যতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা এর প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা কর্তৃক অন্য শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংককে যে লিখিত নির্দেশ দেয়া হয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

এটি ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণের দলিল। এর মাধ্যমে একস্থান হতে অন্যস্থানে নিরাপদে কম খরচে যেকোনো অঙ্কের অর্থ স্থানান্ড়র করা যায়। আমাদের দেশে ব্যাংক ড্রাফট-এ শুধু প্রাপককে অর্থ প্রদানের নির্দেশ থাকে।

গ ফাতেমা পরবর্তীতে যে নোট ব্যাগ থেকে বের করেছে তা সরকারি নোট।

একটি দেশের সরকার নিজ কর্তৃক ও নিজ দায়িত্বে বিহিত মুদ্রা হিসেবে যে নোটের প্রচলন করে তাকে সরকারি নোট বলে। বাংলাদেশে এ নোট বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে।

উদ্দীপকে ফাতেমা তার ব্যাগ থেকে যে নোটটি বের করল তার উপর 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' লেখা আছে এবং এতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর আছে। বাংলাদেশে এক টাকা ও দুই টাকার কাগজি নোট সরকারি নোট। বাংলাদেশে কাগজী নোটে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'/'বাংলাদেশ সরকার' ইত্যাদি শব্দসমূহ লেখা থাকে। এছাড়াও এর ওপর সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতীক এবং সরকারের পক্ষে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে, যা উদ্দীপকে ফাতেমার নোটের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, ফাতেমা পরবর্তীতে যে নোট ব্যাগ থেকে বের করেছে তা সরকারি নোট।

ঘ বড় ধরনের লেনদেনে বাবা প্রদত্ত নোট ফাতেমার নিকট থাকা নোট অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ– বক্তব্যটি সত্য।

সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজি মুদ্রা বা নোটকে ব্যাংক নোট বলে। এ নোটে ব্যাংকের গভর্নর-এর স্বাক্ষর থাকে। উদ্দীপকে ফাতেমাকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখল এতে ব্যাংকের লেগো আছে এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে যা ব্যাংক নোট। কিন্তু ফাতেমা ব্যাগ থেকে একটি নোট বের করে দেখল তাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা এবং অর্থ সচিব-এর স্বাক্ষর রয়েছে, যা সরকারি নোট।

বাংলাদেশে এক টাকা ও দুই টাকার কাগজি নোট ব্যতীত বাকি সব নোট ব্যাংক নোট। অর্থাৎ ৫, ১০, ২০ ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটগুলো ব্যাংক নোট। যে কোনো দেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাংক নোটের ব্যবহার সর্বাধিক। ১ টাকা ও ২ টাকার সরকারি নোট ব্যবহার করে বড় লেনদেন করা সম্ভব নয়। যেমন- ১০ টাকার বিনিময়ের জন্য যেখানে ১টি ১০ টাকার নোটই যথেষ্ট সেখানে ২ টাকার নোট প্রয়োজন হবে ৫টি, যা ঝামেলাদায়ক। এছাড়া যখন লেনদেন লক্ষ বা কোটিতে করা হয় তখন তা সরকারি নোটে করা অসম্ভব। তাই ব্যাংক নোটই লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব ইকবাল তার দেনাদার মি. আবদাল বরাবর ২০,০০০ টাকার একটা দলিল তৈরি করতে গিয়ে লিখলেন- অদ্য থেকে ২ মাস পরে আপনার কাছে বিক্রীত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব জাভেদকে অথবা তার আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা মাত্র প্রদান করুন। তৈরির পর তিনি মি. আবদালের নিকট দলিলটি পাঠিয়ে তাতে স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন এবং জনাব জাভেদকে দিলেন। জনাব জাভেদ যথারীতি পিছনে স্বাক্ষর করে তা জনাব হাবীবকে প্রদান করলেন। জনাব হাবীব তা তার ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণ করতে চাইছে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. বাহক চেক কী? ১

খ. বিনিময় বিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব জাভেদ হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলের কোন পক্ষ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হাবীবের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক কী দলিলটি বাট্টাকরণ করবে? যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের স্থানের পর 'কে অথবা বাহক কে' শব্দসমূহ লেখা থাকে তাকে বাহক চেক বলে।

খ বিনিময় বিল হলো এক প্রকার হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল যেখানে একজন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দেয়।

বিনিময় বিল প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ঋণের দলিল, যার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা হয়। বিনিময় বিল ব্যাংক থেকে বাট্টা করে আগাম অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

গ উদ্দীপকে জনাব জাভেদ হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলের প্রাপক।

বিনিময় বিলের অর্থ যাকে প্রদান করার জন্য আদিষ্টকে নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকেই বিলের প্রাপক বলে।

উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার দেনাদার মি. আবদাল বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি দলিল বা বিনিময় বিল তৈরি করতে গিয়ে লিখলেন- 'অদ্য থেকে ২ মাস পরে আপনার কাছে বিক্রীত পণ্যের মূল্য বাবদ জনাব জাভেদ অথবা তার আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা মাত্র প্রদান করুন।' বিলটি তৈরির পর তিনি আবদালের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তাতে স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে জনাব জাভেদকে তিনি বিলটি প্রদান করলেন। যেহেতু এখানে প্রস্তুতকারক জনাব ইকবাল মি. আবদালকে আদেশ প্রদান করেন ২ মাস পর জনাব জাভেদকে টাকা দিতে, তাই জনাব জাভেদ এখানে প্রাপক।

ঘ উদ্দীপকে জনাব জাভেদ বিলের পিছনে স্বাক্ষর করে জনাব হাবীবকে প্রদান করেন, তাই হাবিবের দলিলটি বা বিলটি ব্যাংক বাট্টাকরণ করবে।

বিনিময় বিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করাকেই বিলের বাট্টাকরণ বলে।

উদ্দীপকে জনাব ইকবাল তার দেনাদার মি. আবদাল বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি বিনিময় বিল প্রস্তুত করেন এবং তাতে উলে-খ করেন মি. আবদালকে ২ মাস পর জনাব জাভেদকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে । জনাব জাভেদ বিলটি পাওয়ার পর পিছনে স্বাক্ষর করে তা জনাব হাবীবকে প্রদান করেন। এক্ষেত্রে জাভেদ স্বাক্ষর করে হাবীবকে (পরবর্তী প্রাপক) জানালেন, তিনি চাইলে ব্যাংকে বাট্টাকরণ করতে পারবেন।

বিনিময় বিল অর্থসংস্থানের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেখানে প্রাপক বা বিলের ধারক ব্যাংকে বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে নগদ অর্থ পেয়ে থাকেন। যেহেতু জনাব জাভেদ স্বাক্ষর প্রদান করে হাবীবকে অনুমোদন বলে প্রাপক করেন তাই হাবীব সহজেই ব্যাংকে বিলটি বাট্টাকরণ করতে পারবেন; কারণ বিনিময় বিল প্রাপককে এ অধিকার প্রদান করে। সুতরাং বলা যায়, দলিলটি বিনিময় বিল হওয়ায় জনাব

হাবীবের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক দলিলটি বাট্টাকরণ করবে।

প্রশ্ন ▶৫

স্ট্যাম্প XYZ কম্পিউটার তারিখ ১১/০৪/২০১৭
বাংলা বাজার, ঢাকা

১০,০০০ টাকা

অদ্য ২২০৭-২০১৭ তারিখে মি. হাসানকে বা তার আদেশ অনুসারে প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা প্রদান করুন।

মি. মামুন

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল কী? ১
খ. ব্যাংক ড্রাফট পে-অর্ডার হতে ভিন্ন কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব হাসান কোন পক্ষ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত দলিলটি কোন ধরনের দলিল? এর সাথে জড়িত পক্ষগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ঋণের দলিল হস্তান্তরের মাধ্যমে দলিলের মালিক-এর মালিকানা অন্যকে হস্তান্তর করে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

খ ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডারের ভিন্নতার স্বরূপ নিচে দেওয়া হলো—

ক্রমিক নং	ব্যাংক ড্রাফট	পে-অর্ডার
১	ব্যাংক ড্রাফট হস্তান্তরযোগ্য ঋণের একটি দলিল।	পে-অর্ডার হস্তান্তর অযোগ্য ঋণের দলিল।
২	দেশে-বিদেশে সর্বত্রই ব্যাংক ড্রাফট ব্যবহার করা যায়।	কেবল দেশে এবং একই নিকাশ ঘরের অধীনে বিদ্যমান ব্যাংকগুলোতে পে-অর্ডার ব্যবহার করা যায়।
৩	ব্যাংক ড্রাফটের ওপর সাধারণ বেশি হারে কমিশন ধার্য করা হয়।	পে-অর্ডারে অপেক্ষাকৃত কম হারে কমিশন ধার্য করা হয়।
৪	ব্যাংক ড্রাফটে ৩টি পক্ষ থাকে। যথা: প্রস্তুতকারক, প্রাপক ও প্রদানকারী	পে-অর্ডারে দু'টি পক্ষ থাকে। যথা: প্রস্তুতকারী ও প্রাপক।

গ উদ্দীপকে জনাব হাসান প্রাপক হিসেবে বিবেচিত।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলে যাকে অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় তিনি হচ্ছেন প্রাপক। অর্থাৎ দলিলে যার নাম উলে-খ করে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় তিনিই প্রাপক।
উদ্দীপকে একটি দলিলের চিত্র দেওয়া রয়েছে। চিত্রের দলিলটিতে লেখা আছে, মি. হাসানকে বা তার আদেশানুসারে প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ এ দলিলটি হলো বিনিময় বিল। এখানে, বিনিময় বিলটিতে মি. মামুন তার বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করেন। বিলটিতে এ মূল্য গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় মি. হাসানকে বা তার আদেশানুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে। এভাবে জনাব হাসানকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, জনাব হাসান দলিলটির প্রাপক।

ঘ উদ্দীপকে প্রদর্শিত দলিলটি হলো বিনিময় বিল এবং এর সাথে জড়িত পক্ষগুলো হলো— আদেষ্টা, অদিষ্ট ও প্রাপক।
বিনিময় বিল হলো এমন একটি দলিল, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পরিশোধের আদেশ প্রদান করে। এ দলিল বিক্রেতা প্রস্তুত করে এবং ক্রেতা এতে স্বাক্ষর দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে।
উদ্দীপকে প্রদর্শিত দলিলটিতে মি. মামুন প্রাপ্ত মূল্যের বিনিময়ে অর্থ প্রদানের আদেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ মি. মামুন তার ক্রেতাকে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের আদেশ প্রদান করেন। এ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, এটি নিঃসন্দেহে বিনিময় বিল।
চিত্রে প্রদর্শিত বিনিময় বিল দলিলটিতে তিনটি পক্ষ রয়েছে। এখানে দলিলটি প্রস্তুত করেছেন মি. মামুন এবং তিনি হলেন এ দলিলের আদেষ্টা। আবার, মি. মামুন মি. হাসানকে অর্থ প্রদান করার জন্য তার ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করেন। তাই এখানে মি. হাসান হলো প্রাপক। এখানে আদিষ্ট ও প্রাপক দু'জন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ক্রেতা মি. হাসান হলো আদিষ্ট।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব আবিদ তার দেনাদার মি. কাশেম বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি দলিল তৈরি করতে গিয়ে লিখলেন- অদ্য থেকে ২ মাস পরে আপনার কাছে বিক্রীত পণ্যের মূল্যে বাবদ জনাব তাহেরকে অথবা তার আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা মাত্র প্রদান করুন। তৈরির পর তিনি মি. কাশেমের নিকট দলিলটি পাঠিয়ে তাতে স্বীকৃতি সূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন এবং জনাব তাহেরকে দিলেন। জনাব তাহের যথারীতি পিছনে স্বাক্ষর করে তা জনাব রহিমকে প্রদান করলেন। জনাব রহিম তা তার ব্যাংক হতে বাট্টাকরণ করতে চাইছেন।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. বিনিময় বিল কী? ১
খ. চেকের অনুমোদন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব তাহের হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন পক্ষ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রহিমের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক কী দলিলটি বাট্টাকরণ করবে? যুক্তি দেখাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময় বিল হলো এমন এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল, যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

খ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক কর্তৃক চেকের উল্টো পিঠে কিছু লিখে বা না লিখে স্বাক্ষর করাকে চেকের অনুমোদন বলে।
চেক অনুমোদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো চেকটি হস্তান্তর করা। অর্থাৎ চেকের অধিকারী কর্তৃক অন্যকে চেকের স্বত্ব বা মালিকানা দান করা। হস্তান্তরের জন্য বাহক চেকে অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। তবে হুকুম চেকে এরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব তাহের হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রাপক হিসেবে বিবেচিত।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলে যাকে অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় তিনিই হচ্ছেন প্রাপক। অর্থাৎ দলিলে যার নাম উলে-খ করে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয় তিনি প্রাপক।
উদ্দীপকে জনাব আবিদ তার দেনাদার মি. কাশিম বরাবর ২০,০০০ টাকার একটি দলিল তৈরি করেন। মূলত বিক্রীত পণ্যেল মূল্য আদায়ের জন্য তিনি মি. কশিম বরাবর দলিলটি প্রস্তুত করেন। দলিলটিতে তিনি উলে-খ করেন যে, তাহেরকে অথবা আদেশানুসারে ২০,০০০ টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ এখানে অর্থ গ্রহণের দাবিদার তাহের অথবা তার অনুমোদনে অন্য কোন ব্যক্তি। এভাবে তাহেরকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তাহের হলো এ দলিলের প্রাপক পক্ষ।

ঘ উদ্দীপকে রহিমের নাম দলিলের উপরিভাগে না থাকার পরও ব্যাংক দলিলটি বাট্টাকরণ করবে।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বাট্টাকরণ বলতে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই ব্যাংক হতে কম মূল্যে বিক্রয় করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ বাট্টাকরণ করা হলে দলিলে লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে নগদ অর্থ গ্রহণ করতে হয়।
উদ্দীপকে জনাব আবিদ বিক্রীত পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য দেনাদার মি. কাশিম বরাবর একটি দলিল তৈরি করেন। অর্থাৎ জনাব আবিদ বিনিময় বিল প্রস্তুত করলেন। দলিলটিতে তিনি উলে-খ করেন জনাব তাহেরকে অথবা তাহেরের আদেশানুসারে অর্থ প্রদান করুন। পরবর্তীতে মি. কাশিম স্বীকৃতি সূচক স্বাক্ষর করে তা তাহেরকে দেন এবং তাহের যথারীতি পিছনে স্বাক্ষর করে তা রহিমকে প্রদান করেন।

অর্থাৎ রহিম এখানে অনুমোদন বলে প্রাপক। তাই দলিলের মূল্য গ্রহণ করার আইনগত অধিকার রহিমের রয়েছে। এ অধিকারের বলেই তিনি এ দলিলটি ব্যাংক হতে বাট্টা করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। তাই বলা যায়, দলিলে রহিমের নাম না থাকলেও তিনি তা বাট্টাকরণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ সামি ৫০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করেছেন। ক্রেতা রাফি ১ মাস পর টাকা দিতে চায়। সামি বললেন, আপনি স্ট্যাম্পযুক্ত একটি কাগজে ১ মাস পর আমাকে টাকা দেবেন এটি লিখে দিন। অন্যদিকে সামি, রাসেল থেকে নিজেই ৭০,০০০ টাকার মাল কিনেছেন। এক মাস পর টাকা দিতে চাইলে রাসেল বললেন, আমি স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে একটি দলিল তৈরি করে দেই। আপনি তাতে স্বীকৃতি লিখে স্বাক্ষর করবেন। সামি স্বাক্ষর কেন করতে হবে-এ নিয়ে ভাবছেন।

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার; ঢাকা সিটি কলেজ]

ক. চেক স্ড্রপ পরিষ্কারকরণ কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং হোম ব্যাংকিং অপেক্ষা উত্তম কেন? ২
গ. রাফি প্রদত্ত দলিলটি কোন ধরনের হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল-এর লিখিত দলিলে সামির স্বাক্ষরের আবশ্যকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক স্ড্রপ পরিষ্কারকরণ বলতে জমাকৃত চেক অমকর্যাদাকৃত হলে তা গ্রাহককে জানানোর উদ্দেশ্যে ফেরত দেওয়াকে বোঝায়।

খ মোবাইল ব্যাংকিং-এ জটিলতা তুলনামূলক কম হওয়ায় এটি হোম ব্যাংকিং, অপেক্ষা উত্তম।

হোম ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে গ্রাহকরা ঘরে বসেই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন: টেলিফোনের মাধ্যমে বিল পরিশোধ, কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাথে লেনদেন ইত্যাদি। অন্যদিকে, মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন করা হয় মোবাইল ব্যাংকিং এ। যেমন: বিকাশ ও রকেট সেবা মোবাইল ব্যাংকিং-এ গ্রাহক যেকোনো স্থানে যেকোনো সময় অর্থ জমাদান ও উত্তোলন করতে পারে। এমনকি গ্রাহকের নিজের মোবাইল না থাকলেও ব্যাংকের এজেন্টের মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে। এরূপ সহজ সিস্টেম হওয়ার কারণেই এটি অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকে রাফি প্রদত্ত দলিলটি হলো অঙ্গীকারপত্র।

অঙ্গীকারপত্র বলতে এমন দলিলকে বোঝায়। যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় পর অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এটি একটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল।

উদ্দীপকে সামি রাফির নিকট ৫০,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করেছেন। ক্রেতা রাফি ১ মাস পর এ টাকা দিতে চায়। তাই সামি বলেন, আপনি স্ট্যামপযুক্ত কাগজে ১ মাস পর টাকা দেবেন তা লিখে দেন। অর্থাৎ সামি এরূপ দলিল চাচ্ছেন যেখানে তাকে ১ মাস পর অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এখানে দলিলটি রাফি নিজেই তৈরি করবে এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক নিজেই স্বাক্ষর প্রদান করবে। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় বলা যায়, রাফি প্রদত্ত দলিলটি হলো অঙ্গীকারপত্র। কেননা, অঙ্গীকারপত্রেই এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকে রাসেল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দলিলটি বিনিময় বিল হওয়ায় সামিরের স্বাক্ষরের আবশ্যকতা রয়েছে।

বিনিময় বিল হলো এমন একটি দলিল, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য পরিশোধের আদেশ প্রদান করে। এ দলিল বিক্রেতা প্রস্তুত করে এবং ক্রেতা তা স্বাক্ষর দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে। উদ্দীপকে সামি রাসেল থেকে ৭০,০০০ টাকার পণ্য কিনেছেন। তবে সামি একমাস পর এ মূল্য দিতে চাইলে রাসেল একটি দলিলের কথা উলে-খ করেন। যেখানে দলিলটি রাসেল প্রস্তুত করবে এবং সামি তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবে।

এখানে সামি হলো ক্রেতা এবং রাসেল হলো বিক্রেতা। দলিলটিতে বিক্রেতা রাসেল ক্রেতা সামিকে অর্থ প্রদানের আদেশ দিবে। অর্থাৎ এ দলিলটি হলো বিনিময় বিল। বিনিময় বিলে ক্রেতা হিসেবে সামি স্বাক্ষর না দিলে এটি আইনগতভাবে বৈধ হবে না। তাই এক্ষেত্রে সামির স্বাক্ষরের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ হায়দারকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখল এতে ব্যাংকের লোগো ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নারের স্বাক্ষর রয়েছে। আবার সে খেয়াল করে ১ টাকার নোটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা হয়েছে এবং অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. পে-অর্ডার কী? ১
খ. সরকারি নোট কাকে বলে? ২
গ. ৫ টাকা ও ১০ টাকার নোট কোন ধরনের নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সরকারি নোট ও ব্যাংকের নোটের মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো শাখা তার প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয় তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে সরকারি নোট বলে।

সরকারি নোটে সাধারণত অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে। এ মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিহিত মুদ্রা হওয়ার কারণে এ নোটের আইনগত বৈধতা নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠে না। বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটগুলো হলো সরকারি নোট।

গ উদ্দীপকে ৫ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট এবং ১০ টাকার নোটটি হলো ব্যাংক নোট।

সরকারি নোট বলতে সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়। অপরদিকে, ব্যাংক নোট বলতে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়।

উদ্দীপকে হায়দারকে তার বাবা কলেজে আসার সময় ৫ টাকা ও ১০ টাকার কয়েকটি নোট দিলেন। সে দেখলো ৫ টাকার নোটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেখা হয়েছে এবং অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ ৫ টাকার নোটটি সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো হয়েছে বিধায় এটি সরকারি নোট। অপরদিকে, ১০ টাকার নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো ব্যবহৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ ১০ টাকার নোটটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো হয়েছে বিধায় এটি ব্যাংক নোট।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫ টাকার নোটটি অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো হয় এবং এতে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

ঘ উদ্দীপকে বিনময়ের মাধ্যম হিসেবে সরকারি নোট বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত এবং ব্যাংক নোট বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত নয়।

সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে সরকারি নোট ছাপানো হয় বিধায় এটি সবসময় বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত। তবে ব্যাংক নোট বিহিত মুদ্রা না হলেও সরকার এই নোটের দায়িত্ব নেওয়ায় জনগণ এ নোট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় না।

উদ্দীপকে হায়দার তার বাবার কাছ থেকে দুই ধরনের নোট পেয়েছে। একটি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিঃসন্দেহে সরকারি নোট। অন্যটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিঃসন্দেহে ব্যাংক নোট।

এখানে হায়দারের গৃহীত সরকারি নোটটি গ্রহণে জনগণ সবসময় বাধ্য থাকে। অর্থাৎ এ নোট অচল হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, ব্যাংক নোট আইনসঙ্গতভাবে বিহিত মুদ্রা নয়, এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবে বিবেচিত। তবে এ নোট কোনো কারণে অচল করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সমপরিমাণ মূল্য প্রদানে বাধ্য থাকে। তাই এ নোট গ্রহণে জনগণ বাধ্য না থাকলেও অস্বীকৃতি জানায় না। তাছাড়া সরকারি নোটের মূল্যমান ব্যাংক নোটের চেয়ে কম। ছোট খাট লেনদেনে সরকারি নোট আর বড় লেনদেনে ব্যাংক নোট ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯

ABC Bank Ltd.

XYZ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ☐☐☐☐☐☐

DDMMYY

..... শাখা

A/C 34224585

নাজমুল কে অথবা বাহককে

টাকা ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ৩০,০০০/-

আলম
স্বাক্ষর

[কুমিল-া ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]

ক. হুকুম চেক কী? ১
খ. ব্যাংক নোট বলতে কী বোঝ? ২
গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এরূপ চেকের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশে-ষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' শব্দদ্বয় লেখা থাকে তাকে হুকুম চেক বলে।

খ সরকারের অনুমতিক্রমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রাকে ব্যাংক নোট বলে।
সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এ নোটে স্বাক্ষর করে থাকেন। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি আইন সঙ্গত বিহিত মুদ্রা নয়। তবে যেহেতু এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিহ্নিত মুদ্রা প্রদানে বাধ্য থাকে তাই জনগণ এ নোট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় না। এ নোটগুলো সাধারণত উচ্চ মূল্যমানের হয়। যেমন: দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশত টাকা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।
দাগকাটা চেকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চেকের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে সমান্ড়রাল দু'টি রেখা অঙ্কিত থাকে। এক্ষেত্রে রেখা দুটির মাঝে কিছু লেখা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।
উদ্দীপকে একটি চেকের চিত্র দেওয়া রয়েছে। চেকটির বামকোণে উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে দু'টি সমান্ড়রাল রেখা টানা হয়েছে। রেখা দু'টির মাঝে লেখা আছে 'ABC Bank Ltd' অর্থাৎ এ চেকের অর্থ ABC ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে হবে। এভাবে আড়াআড়িভাবে রেখা টানা এবং রেখার মাঝে ব্যাংকের নাম উলে-খ আছে বিধায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটি একটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ উদ্দীপকে চিত্রে প্রদর্শিত দাগকাটা চেকটি লেনদেনের ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ।
দাগকাটা চেক বলতে চেকের উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে সমান্ড়রাল দু'টি রেখাযুক্ত চেককে বোঝায়। এ চেকের অর্থ প্রাপককে তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হয়।
উদ্দীপকে একটি দাগকাটা চেকের চিত্র প্রদর্শিত রয়েছে। চেকটিতে লেখা আছে নাজমুলকে অথবা বাহককে ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করুন। অর্থাৎ এ চেকটির প্রাপক হলো নামজুল।
চেকটি দাগকাটা হওয়ার কারণে ব্যাংক এ চেকের অর্থ নগদে প্রদান করবে না। তাই প্রাপক নাজমুলকে চেকটি উলি-খিত ABC ব্যাংকে তার হিসাবে জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে তার হিসাবে এ অর্থ জমা হবে। এভাবে প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চেকের অর্থ জমা হয় বিধায় অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। তাই চেকটি হারিয়ে বা চুরি বা ছিনতাই হয়ে গেলেও কোনো ঝুঁকি নেই। তাই বলা যায়, দৈনন্দিন লেনদেনে এ চেকের ব্যবহার নিরাপদ।

প্রশ্ন ▶ ১০

AB Bank Ltd.

শাপলা ব্যাংক লি.
..... শাখা

m:wn: 5 9 2 6
তারিখ: ০২.১০.১৭

AB: 09876543

হাসান কে অথবা বাহককে

টাকা বিশ হাজার টাকা মাত্র প্রদান করুন।

টাকা: ২০,০০০/-

হানিফ
স্বাক্ষর

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড়কলেজ]

ক. বিনিময় বিল কী? ১
খ. উপহার চেক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রদর্শিত চিত্রটি কোন ধরনের চেক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এরূপ চেক পাওয়ার পর প্রাপক হিসেবে তোমার করণীয় কী ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময় বিল হলো একটি হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন নির্দেশ দেয়।

খ আপনজনদেরকে উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে যে চেক ব্যবহৃত হয় তাকে উপহার চেক বলে।
এ চেক প্রাইজবন্ডের অনুরূপ। এ চেক ইস্যুকারী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় ভাঙানো যায়। এতে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সুদ পাওয়া যায়। এমনকি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত ড্রতে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনাও এ চেকে রয়েছে।

গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেকের।
কোনো চেকের উপরিভাগে বামকোণে আড়াআড়িভাবে সমান্ড়রাল দুটি দাগটানা থাকলে সেটি দাগকাটা চেক হিসেবে বিবেচিত। বাহক বা হুকুম চেক এরূপ দাগটানার মাধ্যমে দাগকাটা চেকে রূপান্ড়র করা যায়।
উদ্দীপকে একটি চেকের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। চেকটিতে বলা হয়েছে হাসানকে বা বাহককে বিশ হাজার টাকা প্রদান করুন। এছাড়া চেকের উপরিভাগে বামকোণায় দুটি দাগটানা রয়েছে। দুটি দাগের মাঝে 'AB Bank Ltd' লেখা রয়েছে। আড়াআড়ি রেখার মাঝে ব্যাংকের নাম উলে-খ থাকায় এটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। এরূপ দাগটানার কারণে এ চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে পরিশোধ করবে না। এ চেকের অর্থ ব্যাংক শুধু প্রাপক অর্থাৎ, হাসানের হিসাবেই জমা করবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, প্রদর্শিত চেকটি হলো বিশেষভাবে দাগকাটা চেক।

ঘ এরূপ দাগকাটা চেক পাওয়ার পর প্রাপক হিসেবে আমার করণীয় হলো চেকটি উলি-খিত ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া।
দাগকাটা চেকের ক্ষেত্রে চেকের উপরিভাগে বামকোণে সমান্ড়রালভাবে দুটি দাগটানা থাকে। এই দুই দাগের মাঝে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের নাম লিখা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।
উদ্দীপকে একটি দাগকাটা চেকের চিত্র রয়েছে। এ চেকের সমান্ড়রাল দুটি দাগের মাঝখানে 'AB Bank Ltd.' কথাটি লিখা রয়েছে। তাই এটি একটি বিশেষভাবে দাগকাটা চেক। এ চেকটির অর্থ অবশ্যই 'AB Bank Ltd.' এর হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হবে।
এক্ষেত্রে প্রাপক হিসেবে আমাকে অবশ্যই চেকটি AB ব্যাংকে আমার ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে। যদি AB ব্যাংকে আমার কোনো হিসাব না থাকে তাহলে প্রথমেই ঐ ব্যাংকে আমার হিসাব খুলতে হবে। হিসাব খোলার পর ঐ ব্যাংকে আমার হিসাবে চেকটি জমা দিতে হবে। কেননা, দাগদ্বয়ের মাঝে ঐ ব্যাংকের নাম থাকায় ঐ ব্যাংক ব্যতীত এ চেকের অর্থ আদায় সম্ভব নয়। অথবা চেকের প্রস্তুতকারী কর্তৃক দাগ অপসারণ করিয়ে এ চেকের অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১১

সুরমা ব্যাংক লিমিটেড

তাং- ১৫ অক্টোবর ২০১৭
যশোর শাখা, যশোর

DD No- SB 1510210

টাকা: ২০,০০,০০০/-

To,
চাহিবা মাত্র 'মুমতাহ' কে আদেশ অনুসারে টাকা- বিশ লক্ষ টাকা মাত্র প্রদান করুন।

বরাবর, স্বাক্ষর
সুরমা ব্যাংক লি. হিসাবরক্ষক

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. চেক কী? ১
খ. সরকারি নোট রূপান্ড়র যোগ্য নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি যে শ্রেণির ব্যাংক দলিল— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি মুমতার জন্য কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য লিখিত শর্তহীন নির্দেশনামাকে চেক বলে।

খ সরকারি নোট আইনসম্মতভাবে বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত বিধায় এটি রূপান্ড়রযোগ্য নয়।

সরকারি নোট সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক ছাপানো হয়। এ কারণে একে বিহিত মুদ্রা বলা হয় এবং জনগণ এ মুদ্রা গ্রহণে সবসময় বাধ্য থাকে। তাই এ নোট অচল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সবসময় এ নোট বৈধ বিহিত মুদ্রা হওয়ার কারণে এটি রূপান্ড়রযোগ্য নয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি হলো ব্যাংক ড্রাফট।

ব্যাংক ড্রাফট হলো এক ধরনের হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋনের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য অন্য কোনো শাখাকে নির্দেশ প্রদান করে।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক দলিলের চিত্র দেওয়া আছে। এতে লিখা আছে মুমতাহকে বা আদেশানুসারে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান কর"ন। অর্থাৎ সুরমা ব্যাংক তার কোনো শাখাকে এ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার আদেশানুসারে অন্য কাউকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায় বলা যায়, এটি হলো ব্যাংক ড্রাফট। কেননা, ব্যাংক ড্রাফটের ক্ষেত্রেই ব্যাংকের একটি শাখা অন্য কোনো শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংক ড্রাফট দলিলটি মুমতাহের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্যাংক ড্রাফট হলো হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা আদেশানুসারে অন্য কাউকে অর্থ প্রদানের জন্য ঐ ব্যাংকের অন্য কোনো শাখাকে নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে একটি ব্যাংক ড্রাফটের চিত্র দেওয়া আছে। এতে বলা হয়েছে মুমতাহকে বা আদেশানুসারে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান কর"ন। অর্থাৎ ব্যাংক ড্রাফট দলিলটির প্রাপক হলো মুমতাহ।

ব্যাংক ড্রাফট হওয়ার কারণে মুমতাহকে এ দলিল নিয়ে চিন্ড়া করতে হবে না। কেননা, হারিয়ে গেলে কিংবা চুরি হয়ে গেলেও ব্যাংক অন্য কাউকে এ দলিলের অর্থ প্রদান করবে না। তবে মুমতাহ যদি স্বাক্ষর দিয়ে অন্য কাউকে প্রদানের নির্দেশ দেয় তাহলে ব্যাংক শুধু ঐ ব্যক্তিকেই-এর মূল্য পরিশোধ করবে। তাই বলা যায়, নিরাপদ লেনদেন করার জন্য মুমতাহের কাছে এ দলিলটি অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶১২ মিস যুথী মি. মাইকেলের কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেন। পণ্যের বিপরীতে মিস যুথী একটি দলিল প্রেরণ করেন যাতে লিখা আছে 'অদ্য হতে ৫ মাস পর মি. মাইকেলকে অথবা তার নির্দেশ অনুসারে ৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হবে।' মি. মাইকেল এই দলিলের পিছনে স্বাক্ষর করে তার পাওনাদার মি. জর্জকে প্রদান করেন এবং মি. জর্জ এর হস্ড়ান্ড়র গ্রহীতা হিসেবে বৈধ মালিকানা লাভ করল। কিন্তু বিনিময় হার নির্ধারণে ব্যবহৃত তত্ত্বটি অবাধ বাণিজ্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]*

ক. ATM কার্ড কী? ১

খ. দুর্দশাগ্রস্থ ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ আবর্তন হার হ্রাস পায় —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি হস্ড়ান্ড়রের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তাবলীগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিনিময় হার নির্ধারণের কোন তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে —আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত সাংকেতিক নাম্বারযুক্ত এক ধরনের বিশেষ প-াস্টিক কার্ডকে ATM কার্ড বলে।

খ কোনো কারণে ঋণের কিস্ড়ি ফেরত পাওয়া না গেলে এবং ঐ অবস্থা অব্যাহত থাকলে ঐ ঋণকে দুর্দশাগ্রস্ড় ঋণ বলে।

ঋণের অর্থ আদায় করে উক্ত অর্থ থেকে ব্যাংক পুনরায় ঋণ বিতরণ করে। দুর্দশাগ্রস্থ ঋণ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যমান ঋণ আদায় করা যায় না। এতে ব্যাংকের হাতে নগদ টাকার আন্ড়ঃপ্রবাহ কমে যায়। যা ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস করে। আর ঋণদান হ্রাস পেলে ব্যাংকের ঋণ আবর্তন হারও হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি হস্ড়ান্ড়রের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো অর্থের পরিমাণ, অর্থ পরিশোধের তারিখ, পরিশোধকারীর নাম, প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ইত্যাদি উলে-খ করা।

হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলের আবশ্যকীয় শর্তাবলী বলতে সেই সকল শর্তাবলিকে বোঝায়, যা পালন করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে কোনো একটি শর্ত পালিত না হলে হস্ড়ান্ড়র অবৈধ বলে গণ্য হবে।

উদ্দীপকে মিস যুথী মি. মাইকেলের কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেন। পণ্যের বিপরীতে তিনি একটি দলিল প্রেরণ করেন। মি. মাইকেল এই দলিলের পিছনে স্বাক্ষর করে তার পাওনাদার মি. জর্জকে প্রদান করেন। এখানে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলটি মিস যুথী প্রস্তুত করার পর তাকে অবশ্যই স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। এতে প্রস্তুতের তারিখ, অর্থ পরিশোধের তারিখ উলে-খ করতে হবে। আবার, মি. মাইকেল যখন এটি তার পাওনাদারকে হস্ড়ান্ড়র করবেন তখনও তাকে স্বাক্ষর প্রদান করে হস্ড়ান্ড়র করতে হবে। এই হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলটির হস্ড়ান্ড়রের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী অবশ্যই মানতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটির কথা বলা হয়েছে।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী, দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ তত্ত্বকে বিনিময় হয়ে নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মিস যুথী মাইকেলের কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেন। তিনি মূলত হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। কিন্তু বিনিময় হার নির্ধারণে ব্যবহৃত তত্ত্বটি অবাধ বাণিজ্যের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দিয়েছে।

এখানে, বিনিময় বিলের লিখিত মূল্য দ্বারা মি. মাইকেল তার দেনা পরিশোধ পারবে কিনা তা অনিশ্চিত। কেননা অবাধ বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় বিধায় এ হার সবসময় পরিবর্তনশীল।

তাই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এবং যোগান হ্রাস পেলে দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পেলে এবং যোগান বৃদ্ধি পেলে দেশীয় মুদ্রার মান হ্রাস পায়। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, এখানে বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৩ জনাব শিমুল তার পাওনাদারকে স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে লিখছেন, 'প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে' মি. করিমকে অথবা তার আদেশ অনুসারে অদ্য হতে ১ মাস পরে ২০,০০০ টাকা প্রদানের বাধা থাকবে। পাওনাদার মি. করিম তার ব্যাংক দলিলটি বাট্টা করতে গেলে ব্যাংক তাতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে মি. করিম তার পাওনাদার কর্তৃক স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে ১০,০০০ টাকার জন্য প্রস্তুত একটি দলিলে স্বীকৃতির স্থানে স্বাক্ষর করে পাওনাদারকে ফেরৎ দিয়েছেন। পাওনাদার তার ব্যাংক থেকে দলিলটি বাট্টা করতে পেরেছেন। *[গুলশান কর্মাস কলেজ, ঢাকা]*

ক. পে-অর্ডার কী? ১

খ. ব্যাংক নোট কোনো বিহিত মুদ্রা নয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্তি দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পাওনাদার প্রস্তুতকৃত দলিলটি অধিক আনুষ্ঠানিকতাসম্পন্ন হলেও যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তা বাট্টাকরণ করা গেছে- উক্তির যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা-এর প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ ব্যাংক নোট সরাসরি সরকার কর্তৃক ছাপানো হয় না বিধায় এটি বিহিত মুদ্রা নয়।
ব্যাংক নোট হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোট। মূলত সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নোট ইস্যু করে থাকে। সরকার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ও ক্ষমতা বলে এ নোট ইস্যু করা হয় না বিধায় এটির আইনসঙ্গত স্বীকৃতি নেই। এমনিক জনগণ এ নোট গ্রহণে বাধ্য নয়। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, ব্যাংক নোট কোনো বিহিত মুদ্রা নয়।

গ উদ্দীপকে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের 'শর্তহীন আদেশ' বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি।
হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি শর্তহীন প্রকৃতির হবে। অর্থাৎ কোনো প্রকার শর্ত প্রদান করলে ঐ দলিল হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
উদ্দীপকে জনাব শিমুল তার পাওনাদারকে একটি দলিল প্রদান করেন। দলিলটিতে তিনি উলে-খ করেন, প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে মি. করিমকে ১ মাস পর ২০,০০০ টাকা প্রদানে তিনি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ দলিলটিতে তিনি 'পণ্য বিক্রয়পূর্বক' এরূপ শর্ত জুড়ে দেন। এভাবে শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণে দলিলটি হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আবশ্যকীয় শর্তাবলিপূরণ হয়নি। আর এ জন্যই মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি ব্যাংক হতে বাট্টাকরণ করতে পারেননি।

ঘ উদ্দীপকে পাওনাদার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিনিময় বিল দলিলটি অধিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলেও যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বাট্টাকরণ করা গেছে– উক্তিটি যথার্থ।
বিনিময় বিল হলো একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। সাধারণত এ দলিল বিক্রেতা বা পাওনাদার প্রস্তুত করে থাকে এবং ক্রেতা তাতে স্বীকতি প্রদান করে।
উদ্দীপকে মি. করিম তার পাওনাদারের নিকট হতে একটি দলির গ্রহণ করেন। দলিলটি তার পাওনাদার প্রস্তুত করেছে এবং তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মি. করিম স্বাক্ষর প্রদান করে এ দলিলটি পাওনাদারকে ফেরত দেন।
অর্থাৎ মি. করিম এখানে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। কেননা, বিনিময় বিলের ক্ষেত্রেই এরূপ স্বীকৃতির প্রয়োজন পড়ে। এভাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দলিলটি আইনসঙ্গত হস্তান্তরযোগ্য দলিলে পরিণত হলো। আইনসঙ্গত হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময় পর মি. করিম এ বিলের অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ বৈধ বা আইনসঙ্গত দলিলে পরিণত হওয়ায় এটি ব্যাংক বাট্টা করেছে। তাই বলা যায়, বিনিময় বিলে অনেক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হলেও এ দলিল ব্যাংক বাট্টা করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ হাতিল আসবাবপত্র তৈরি ও বিক্রয়কারী একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটিকে নগদ বিক্রয়ের পাশাপাশি ধারেও বিক্রয় করতে হয়। অফিস সাজানোর জন্য UCB ট্রেডার্স হাতিল থেকে ১ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করল। হাতিল নগদ টাকার পরিবর্তে একটি দলিল গ্রহণ করল, দলিলটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দুই মাস পর অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু বিশ দিন পরেই প্রতিষ্ঠানটির অর্থের প্রয়োজন হয়।
[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. শেয়ার ওয়ারেন্ট কী? ১
খ. চলতি হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক সুদ দেয় না কেন? ২
গ. হাতিল কোন ধরনের দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. হাতিল ২০ দিন পরেই কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ারের পূর্ণমূল্য পাওয়ার পর শেয়ার গ্রহীতাকে যে প্রামাণ্য দলিল প্রদান করে তাকে শেয়ার ওয়ারেন্ট বলে।

খ ব্যাংক চলতি হিসাবের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় না এ হিসাবের গ্রাহকদেরকে সুদ দেয় না।
চলতি হিসাবের গ্রাহক যতবার খুশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পায়। তাই ব্যাংককে সবসময় তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। এ কারণে ব্যাংক এ হিসাব হতে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ পায় না। অন্যদিকে এ হিসাবে অর্থ জমা ও উত্তোলনের তথ্য সংরক্ষণে ব্যাংক অধিক শ্রম দেয় বিধায় ব্যয় ও বেশি হয়। এ সকল কারণেই ব্যাংক এ হিসাবের গ্রাহকদেরকে কোনো সুদ দেয় না।

গ উদ্দীপকে হাতিল বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করল।
বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এই বিলের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে। মূলত বিক্রেতাই ক্রেতাকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে থাকে।
উদ্দীপকে হাতিল আসবাবপত্র তৈরি ও বিক্রয়কারী একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি নগদ বিক্রয়ের পাশাপাশি ধারেও বিক্রয় করে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি UCB ট্রেডার্সের নিকট ১ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় করে। হাতিল প্রতিষ্ঠানটি এক্ষেত্রে নগদ টাকার পরিবর্তে একটি দলিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে। সাধারণত বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিলের মাধ্যমে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও ক্রেতা UCB ট্রেডার্স একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়ে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই বলা যায়, হাতিল প্রতিষ্ঠানটি বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে হাতিল প্রতিষ্ঠানটি ২০ দিন পর বিনিময় বিলটি বাট্টাকরণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।
মেয়াদপূর্তির পূর্বে কমিশনের বিনিময়ে এ বিলের অর্থ ব্যাংক হতে সংগ্রহ করা যায়। এভাবে কমিশনের বিনিময়ে বা কম মূল্যে অর্থ সংগ্রহ করাকেই বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ বলে।
উদ্দীপকে হাতিল আসবাবপত্র বিক্রয়কারী একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিনিময় বিলের মাধ্যমে UCB ট্রেডার্সের নিকট পণ্য বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে গৃহীত বিনিময় বিলটির মেয়াদ হলো দুই মাস।
অর্থাৎ দুই মাস পর UCB ট্রেডার্স এ বিলের মূল্য পরিশোধ করবে। কিন্তু কিছু দিন পরেই প্রতিষ্ঠানের অর্থের প্রয়োজন হয়। হাতিল প্রতিষ্ঠানটি এক্ষেত্রে ব্যাংকের সহায়তা পেতে পারে। কেননা, ব্যাংক কমিশনের বিনিময়ে এরূপ বিলে মেয়াদপূর্তির পূর্বে ক্রয় করে থাকে। মেয়াদপূর্তিতে ব্যাংক এ বিল স্বীকৃতিকারীর নিকট হতে বিলের অর্থ আদায় করে। তাই বলা যায়, হাতিল প্রতিষ্ঠানটি বিনিময় বিল ব্যাংক হতে বাট্টাকরণের মাধ্যমে অর্থ আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মি. চয়ন সিলেটে একটি জমি রেজিস্ট্রি করবেন। তাই ঢাকা থেকে সিলেট ২৫ লক্ষ টাকা নিতে হবে। ব্যাংক কর্মকর্তার পরামর্শে ব্যাংক কর্তৃক লেখা এমন একটা দলিল সংগ্রহ করলেন যা সিলেটে যেয়ে নির্দিষ্ট শাখায় উপস্থাপন করে তিনি টাকা উঠাতে পারবেন। সিলেট পৌঁছে মি. চয়ন জমি বিক্রেতাকে এমন নোট দিতে চাইলেন যার প্রতিটির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। বিক্রেতা বলল, আমাকে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত এমন দলিল সংগ্রহ করে দিন যেখানে আমাকে অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি থাকবে।
[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

ক. সরকারি নোট কী? ১
খ. কোন দলিল স্বীকৃত না হলে মূল্যবান দলিলের মর্যাদা পায় না? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের মি. চয়ন প্রথমে ব্যাংক থেকে কোন ধরনের দলিল সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নোট না নিয়ে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলটি নেওয়া বিক্রেতার জন্য কতটা নিরাপদ হবে –উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে সরকারি নোট বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটগুলো হলো সরকারি নোট।

খ বিনিময় বিল স্বীকৃত না হলে মূল্যবান দলিলের মর্যাদা পায় না।
সাধারণত ধারে পণ্য ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে এ দলিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দলিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট তারিখে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেয়। ক্রেতা এ দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিলে বিক্রেতা তা ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণ করতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতা স্বীকৃতি না দিলে দলিলটি আইনগতভাবে বৈধ হয় না। তাই ক্রেতা কর্তৃক স্বীকৃতি ছাড়া এ দলিলের কোনো মর্যাদাই নেই।

গ উদ্দীপকে মি. চয়ন প্রথমে ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট নামক দলিল সংগ্রহ করেছেন।
ব্যাংক ড্রাফট হলো অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত একটি দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো শাখা অপর কোনো শাখাকে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।
উদ্দীপকে মি. চয়ন সিলেটে একটি জমি রেজিস্ট্রি করবেন। তাই ঢাকা থেকে তিনি সিলেটে ২৫ লক্ষ টাকা নিবেন। এজন্য তিনি একটি ব্যাংক দলিল সংগ্রহ করেন। দলিলটি তিনি সিলেটে যেয়ে নির্দিষ্ট শাখায় উপস্থাপন করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। অর্থাৎ এখানে ব্যাংকটির ঢাকা শাখা সিলেট শাখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণত ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমেই ব্যাংকের একটি শাখা অপর কোনো শাখাকে এরূপ নির্দেশ প্রদান করে। তাই বলা যায়, মি. চয়ন ব্যাংক ড্রাফট সংগ্রহ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে ব্যাংক নোটের পরিবর্তে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলটি বিক্রেতার জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ হবে।
ব্যাংক নোট বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়। বাংলাদেশে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১,০০০ টাকা মূল্যমানের নোটগুলো হলো ব্যাংক নোট।
উদ্দীপকে মি. চয়ন জমি রেজিস্ট্রি করার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে সিলেটে যান। মি. চয়ন সিলেটের জমি বিক্রেতাকে এমন নোট দিতে চাইলেন, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু বিক্রেতা এই নোটের পরিবর্তে ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিল দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যা চেক বা ব্যাংক ড্রাফট হতে পারে।
এখানে, বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক নোট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর প্রধান কারণ হলো নিরাপত্তা। কেননা, নগদ অর্থ বা ব্যাংক নোট যে কেউ ছিনতাই বা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলের ক্ষেত্রে এরূপ চুরি বা ছিনতাইয়ের কোনো ঝুঁকি নেই। কেননা, ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিলের অর্থ বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কেউ উত্তোলন করতে পারবে না। তাই বলা যায়, বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক প্রস্তুতকৃত দলিল গ্রহণের বিষয়টি নিরাপদ এবং যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১৬ জনাব শিমুল তার পাওনাদারকে স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে লিখলেন, 'প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে মি. করিমকে অথবা তার আদেশ অনুসারে অদ্য হতে ১ মাস পর ২০,০০০ টাকা প্রদানে বাধ্য থাকবো'। পাওনাদার মি. করিম তার ব্যাংকে দলিলটি বাট্টা করতে গেলে ব্যাংক তাতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে মি. করিম তার পাওনাদার কর্তৃক স্ট্যাম্পযুক্ত সাদা কাগজে ১০,০০০ টাকার জন্য প্রস্তুত একটি দলিলে স্বীকৃতির স্থানে স্বাক্ষর করে পাওনাদারকে ফেরত দিয়েছেন। পাওনাদার তার ব্যাংক থেকে দলিলটি বাট্টা করতে পেরেছেন।

[দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজ, কুমিল-া]

ক. ব্যাংক হিসাব কাকে বলে? ১

খ. বিনিময় বিল বলতে কি বোঝ? ২

গ. হস্তান্তরযোগ্য দলিলের কোন বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাওনাদার প্রস্তুতকৃত দলিলটি অধিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন, যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তা বাট্টাকরণ করা গেছে উক্তিটির যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে অর্থ জমাদান ও উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।

খ বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।
এ দলিলের মাধ্যমে ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করে। ক্রেতা স্বাক্ষর প্রদান করে এ দলিলে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে, বিক্রেতা দলিলের মেয়াদপূর্তির পূর্বে বাট্টাকরণের মাধ্যমে ব্যাংক হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পার। অথবা মেয়াদপূর্তিতে ক্রেতার নিকট বিল উপস্থাপন করে সরাসরি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের শর্তহীন আদেশ। বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম তার প্রাপ্ত দলিলটি বাট্টা করতে পারেননি।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের হস্তান্তর বলতে দলিলের সত্ত্বা কর্তৃক যথানিয়মে এর মালিকানা অন্যের নিকট হস্তান্তর করাকে বোঝায়। তবে এরূপ হস্তান্তর শর্তহীন হতে হয়।
উদ্দীপকে মি. করিম জনাব শিমুলের নিকট থেকে স্ট্যাম্পযুক্ত একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল পেয়েছেন। তবে তিনি দলিলটি বাট্টা করতে চাইলে ব্যাংক তাতে রাজি হয়নি। কেননা, দলিলটিতে লিখা ছিল প্রেরিত পণ্য বিক্রয় সাপেক্ষে মি. করিমকে ২০ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ জনাব শিমুল অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এরূপ শর্ত থাকলে তা কখনই বৈধ হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং, শর্তহীন আদেশ বৈশিষ্ট্যের অভাবে মি. করিম দলিলটি বাট্টাকরণ করতে পারেননি।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত দ্বিতীয় দলিলটিতে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অপরিহার্য শর্তাবলী পূরণ করায় তা বাট্টাকরণ সম্ভব হয়েছে।
হস্তান্তরযোগ্য দলিলের প্রস্তুত ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছু অপরিহার্য শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন তারিখের উলে-খ, প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর, শর্তহীন নির্দেশ ইত্যাদি।
উদ্দীপকে মি. করিম তার পাওনাদারের নিকট থেকে একটি দলিল গ্রহণ করেন। তিনি দলিলটির স্বীকৃতির স্থানে স্বাক্ষর করে পাওনাদারকে ফেরত দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।
এখানে, বিনিময় বিল দলিলটি যথাযথ নিয়মেই পাওনাদার কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। আবার, এ দলিলটি ক্রেতা কর্তৃক অর্থাৎ মি. করিম কর্তৃক স্বীকৃতি হয়েছে। এছাড়া এতে সরকারি বিধি-নিষেধ অনুযায়ী স্ট্যাম্পযুক্ত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, হস্তান্তরযোগ্য দলিলের সকল শর্ত পূরণ করায় তা বাট্টাকরণ সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৭ রাকিবের বাবা একজন ব্যাংকার। গতকাল তিনি রাকিবকে একটি নতুন পাঁচ টাকার নোট দিলেন। রাকিব দেখল এই নতুন নোটটি পূর্বের পাঁচ টাকার নোট থেকে অনেক ব্যতিক্রম। এছাড়া নোটটি উপরে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' শব্দসমূহ লেখা আছে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল-া]

ক. অঙ্গীকার পত্র কী? ১

খ. হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের উলি-খিত নোটটি কোন ধরনের নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উলি-খিত নোটটি দেশের অন্যান্য বড় অঙ্কের নোট থেকে আলাদা– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে অঙ্গীকারপত্র বলে।

খ হস্তান্তরের মাধ্যমে যে দলিলের মালিকানার পরিবর্তন ঘটে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল বলে।

যথানিয়মে একহাত থেকে অন্যহাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে এ দলিলের হস্তান্তরগ্রহীতা এর বৈধ মালিকানা লাভ করে। আমাদের দেশের আইনে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসেবে গণ্য।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত নতুন পাঁচ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটই সরকারি নোট। এ নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

উদ্দীপকে রাকিব তার বাবার কাছ থেকে নতুন পাঁচ টাকার নোট পেয়েছে। রাকিব দেখলো এই নতুন পাঁচ টাকার নোটের সাথে পূর্বের পাঁচ টাকার নোটের অনেক পার্থক্য রয়েছে। নতুন এ নোটটির গায়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' শব্দদ্বয় লেখা আছে। অর্থাৎ এ নোটটি সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো হয়েছে। কেননা, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটেই এরূপ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' লিখা থাকে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, উদ্দীপকে উলি-খিত নতুন পাঁচ টাকার নোটটি সরকারি নোট।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত পাঁচ টাকার নোটটি দেশের অন্যান্য বড় অঙ্কের নোট থেকে আলাদা।

সাধারণত, সরকারি নোট কম মূল্যমানের হয়। অপরদিকে, ব্যাংক নোট অধিক মূল্যমানের হয়।

উদ্দীপকে রাকিব তার বাবার কাছ থেকে একটি নতুন পাঁচ টাকার নোট পেয়েছে। নোটটির গায়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' শব্দসমূহ লেখা আছে। অর্থাৎ নতুন পাঁচ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট।

বাংলাদেশে এরূপ সরকারি নোটের সাথে সাথে ব্যাংক নোটও প্রচলিত রয়েছে। সরকারি নোট হওয়ায় ৫ টাকার নোটে অবশ্যই অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকবে। অপরদিকে, ব্যাংক নোটগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। সাধারণত, সরকারি নোটগুলো কম মূল্যমানের হয়ে থাকে। অপরদিকে ব্যাংক নোটগুলো অধিক মূল্যমানের হয়ে থাকে। সরকারি নোট হওয়ায় ৫ টাকার নোটটি বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে বড় অঙ্কের ব্যাংক নোটগুলো (১০০ ও ৫০০) বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে "উলি-খিত নোটটি দেশের অন্যান্য বড় অঙ্কের নোট থেকে আলাদা"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মি. জাবেদ একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি গ্রামের বাজার থেকে আলু, টমেটো, শিম ইত্যাদি ক্রয় করে শহরে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করেন। ঈদের আগে টমেটোর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তিনি অধিক পরিমাণে টমেটো ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ টাকা তার কাছে না থাকায় তিনি ৩ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের শর্তে একটি দলিলের মাধ্যমে টমেটো সংগ্রহ করলেন। এতে তিনি বেশি পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।

[হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, চাঁদপুর]

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. বড় অঙ্কের লেনদেনে চেক অপেক্ষা পে-অর্ডার উত্তম কেন? ২

গ. মি. জাবেদ কোন দলিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. জাবেদের উক্ত দলিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ ব্যাংক পে-অর্ডারের অর্থ প্রাপক ব্যতীত অন্য কাউকে পরিশোধ করে না বিধায় বড় অঙ্কের লেনদেনে এটি চেক অপেক্ষা উত্তম।

পে-অর্ডার হলো হস্তান্তর অযোগ্য ঋণের দলিল। দলিলে প্রাপক হিসেবে যার নাম থাকে ব্যাংক শুধু তাকেই অর্থ প্রদান করে। অন্যদিকে চেক হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল হওয়ায় ব্যাংক যে কাউকেও এ দলিলের অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ পে-অর্ডার হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলেও আর্থিক ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই বড় অঙ্কের লেনদেনে এটি চেক অপেক্ষা উত্তম।

গ উদ্দীপকে মি. জাবেদা বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করেন।

বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে।

উদ্দীপকে মি. জাবেদ একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি গ্রামের বাজার থেকে আলু, টমেটো, শিম ইত্যাদি ক্রয় করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করেন। ঈদের আগে টমেটোর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তিনি অধিক পরিমাণে টমেটো ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত নগদ টাকা না থাকায় তিনি ৩ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের শর্তে একটি দলিলের মাধ্যমে টমেটো সংগ্রহ করলেন। অর্থাৎ তিনি বিনিময় বিলের মাধ্যমে টমেটো সংগ্রহ করলেন। কেননা বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিনিময় বিলে মাধ্যমেই মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. জাবেদের বিনিময় বিল দলিলের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা পুরোপুরি যৌক্তিক।

বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময় পর মূল্য পরিশোধের শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে। ক্রেতা তাতে স্বাক্ষর প্রদান করে স্বীকৃতি দেয়।

উদ্দীপকে মি. জাবেদা একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। ঈদের আগে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তিনি অধিক পরিমাণে পণ্য ক্রয় করতে চাইলেন। পর্যাপ্ত নগদ অর্থ না থাকায় তিনি বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করলেন।

বিনিময় বিলের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করায় মি. জাবেদকে কোনো নগদ অর্থ ব্যয় করতে হবে না। তিনি পণ্য বিক্রয় করে ৩ মাস পর এ মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। অন্যদিকে এ দলিলটি আইনগতভাবে প্রামাণ্য দলিল হওয়ায় বিক্রেতাও মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাবে। ফলে মি. জাবেদের সাথে বিক্রেতার সুসম্পর্কও বজায় থাকবে। তাই বলা যায়, বিনিময় বিলের মাধ্যমে মি. জাবেদের পণ্য সংগ্রহ করার বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. কালাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি খাগড়াছড়ির মি. হোসেন থেকে একটি দলিল পান, যেটি তিনি পূবালী ব্যাংক, খাগড়াছড়ি ছাড়া অন্য কোন শাখা হতে অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না এবং দলিলটি কারো নিকট হস্তান্তরযোগ্য নয়। অপরদিকে, তিনি মি. মিল্টন সোনালী ব্যাংক, খাগড়াছড়ি শাখা থেকে একটি দলিল পান যেটি সোনালী ব্যাংক, গুলিস্তান শাখা, ঢাকায় ভাঙ্গানো যাবে। এটি সোনালী ব্যাংক এক শাখা কর্তৃক অপর শাখাকে টাকা প্রদানের নির্দেশ। যেটির ভিতরে লিখা ছিল মি. কালামকে অথবা আদেশানুসারে চাহিদা মাত্র ২০,০০০ টাকা (বিশ হাজার টাকা মাত্র) প্রদান করেন।

[খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ]

ক. হস্তান্তরযোগ্য দলিল কী? ১

খ. 'ব্যাংক নোট বিহিত মুদ্রা নয়' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. কালাম মি. হোসেন থেকে যে দলিলটি পান সেটি কোন ধরনের দলিল? দলিলটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. মিল্টন থেকে প্রাপ্ত দলিলটি কোন ধরনের? উলি-খিত দলিলের সাথে উক্ত দলিলের পার্থক্য নির্ণয় করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হস্তান্তরের মাধ্যমে যে ঋণপত্র বা দলিলের মালিকালা হস্তান্তর করা যায় তাকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে।

সহায়ক তথ্য

যেমন: বিনিময় বিল, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি হলো এরূপ হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।

খ ব্যাংক নোট সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছাপানো হয় না বিধায় এটি বিহিত মুদ্রা নয়।

তবে সরকার এরূপ নোটের দায়িত্ব নেওয়ায় তা আইনগত বৈধতা লাভ করে। কোনো কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ব্যাংক নোট অচল ঘোষণা করলে সমপরিমাণ মূল্যের নতুন ব্যাংক নোট প্রদানে কেন্দ্রীয়

ব্যাংক বাধ্য থাকে। এ নোটকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. কালাম মি. হোসেন থেকে যে দলিলটি পান সেটি হলো পে-অর্ডার।
পে-অর্ডারের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা-এর প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ব্যাংকের যে শাখা এ দলিল ইস্যু করে শুধু সেই শাখাই এটি পরিশোধ করে।
উদ্দীপকে মি. কালাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি খাগড়াছড়ির মি. হোসেন থেকে একটি দলিল পান। তিনি পূবালী ব্যাংকের খাগড়াছড়ি শাখা ছাড়া অন্য কোনো শাখা হতে এ দলিলের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন না। দলিলটি কারো নিকট হস্তান্তরযোগ্যও নয়। সাধারণত পে-অর্ডার হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা হতেই মূল্য গ্রহণ করতে হয়। তাই বলা যায়, মি. কালাম মি. হোসেন থেকে পে-অর্ডার পেয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. মিল্টন থেকে প্রাপ্ত দলিলটি হলো ব্যাংক ড্রাফট।
ব্যাংক ড্রাফট হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল। এ দলিলের অর্থ ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা বা অন্য কোনো শাখা হতে উত্তোলন করা যায়। ব্যাংক এ দলিলের অর্থ প্রাপককে অথবা তার আদেশানুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধ করে থাকে।
উদ্দীপকে মি. কালাম একজন ব্যবসায়ী। তিনি মি. মিল্টন থেকে একটি দলিল পেয়েছেন। দলিলটি সোনালী ব্যাংকের খাগড়াছড়ি শাখা ইস্যু করলেও তা এ ব্যাংকের গুলিস্তান শাখা থেকেও ভাঙ্গানো যাবে। দলিলটিতে এটিও লেখা ছিল যে মি. কালামকে অথবা আদেশানুসারে অন্য কাউকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করা হউক। অর্থাৎ দলিলটি হলো ব্যাংক ড্রাফট
মি. মিল্টন থেকে প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাফট দলিলটির সাথে মি. হোসেন থেকে প্রাপ্ত পে-অর্ডারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এখানে ব্যাংক ড্রাফট দলিলটি মি. কালাম প্রয়োজনে হস্তান্তর করতে পারবেন। কিন্তু পে-অর্ডার দলিলটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। এছাড়া ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ মি. কালাম নিজে অথবা আদেশানুসারে অন্য কাউকে দিয়েও উত্তোলন করতে পারবেন। কিন্তু পে-অর্ডারের ক্ষেত্রে ব্যাংক শুধু মি. কালামকেই অর্থ প্রদান করবে।

প্রশ্ন ▶২০ সুমনের বাবা প্রতিদিন স্কুলের টিফিন বাবদ তাকে ১২ টাকা করে প্রদান করেন। সুমন খেয়াল করল সে, তার বাবার দেওয়া ১২ টাকার মধ্যে একটি ১০ টাকার নোট এবং আরেকটি ২ টাকার নোট। সুমন আরও দেখল নোট দু'টিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বাক্ষর। একটিতে বাংলাদেশের অর্থ সচিবের স্বাক্ষর এবং অন্যটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরের স্বাক্ষর। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর সুমন তার বাবাকে নোট দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কররেন। তখন তার বাবা বললেন, একটি সরকারি নোট, আরেকটি ব্যাংক নোট।
[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

ক. পে-অর্ডার কী? ১
খ. বিনিময় বিল বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সুমনের ১২ টাকার নোট দু'টির মধ্যে কোনটি কী নোট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উলি-খিত নোট দু'টির স্বতন্ত্র গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংকের কোনো একটি শাখা তার প্রাপককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে পে-অর্ডার বলে।

খ বিনিময় বিল হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।
মূলত ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে সৃষ্ট দেনা পরিশোধে এ দলিল ব্যবহৃত হয়। ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য এ দলিলের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে। সাধারণত কোনো প্রাপকের নাম উলে-খ করে বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য এরূপ নির্দেশ প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সুমনের ১০ টাকার নোটটি হলো একটি ব্যাংক নোট এবং ২ টাকার নোটি হলো সরকারি নোট।
সরকারি নোট বলতে সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়। অন্যদিকে ব্যাংক নোট বলতে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোটকে বোঝায়।
উদ্দীপকে সুমনকে তার বাবা স্কুলের টিফিনের জন্য ১২ টাকা প্রদান করে। সুমন খেয়াল করলো, ১২ টাকার মধ্যে একটি নোট হলো ১০ টাকার এবং অন্য নোটটি হলো ২ টাকার। সুমন আরো দেখল একটি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর এবং অন্য নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর। বাংলাদেশে ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে বিধায় এগুলো হলো সরকারি নোট। অন্যদিকে ১০ টাকা, ২০ টাকা বা তার অধিক মূল্যমানের নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে বিধায় এগুলো হলো ব্যাংক নোট। তাই বলা যায়, সুমনের ১০ টাকার নোটটি হলো ব্যাংক নোট এবং ২ টাকার নোটটি হলো সরকারি নোট।

ঘ উদ্দীপকে সরকারি নোট ও ব্যাংক নোট উভয়টিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব রয়েছে।
সরকারি নোট হলো সরকারি নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাপানো নোট। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো নোট হলো ব্যাংক নোট।
উদ্দীপকে সুমনের বাবা সুমনকে টিফিনের জন্য ১২ টাকা প্রদান করেন। এতে একটি নোট হলো ১০ টাকার এবং অন্যটি হলো ২ টাকার। এক্ষেত্রে ১০ টাকার নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিশ্চিতভাবে ব্যাংক নোট। অন্যদিকে ২ টাকার নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকায় এটি নিশ্চিতভাবে সরকারি নোট।
এখানে ২ টাকার মতো সরকারি নোটগুলো সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত। এরূপ বিহীত মুদ্রা হওয়ার কারণে এ নোটে চাহিবামাত্র-এর গ্রাহককে ফেরতৎ দিতে বাধ্য থাকবে' এমন প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণত কম মূল্যমানের নোটগুলো সরকারি নোট হওয়ায়-এর ব্যবহার সীমিত। অন্যদিকে ১০ টাকার মতো ব্যাংক নোটগুলো বিহিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত নয়। তাই এতে 'চাহিবামাত্র-এর গ্রহাককে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে'-এরূপ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত অধিক মূল্যমানের নোটগুলো ব্যাংক নোট হওয়ায়-এর ব্যবহার ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶২১ মি. হাসান মি. কামালের নিকট ১০,০০০ টাকা পান। মি. কামাল তাকে ৩ মাস পরের তারিখ লিখে এমন একটি দলিল দিয়েছেন যা উক্ত সময়ের পর আর তার কাছে উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে না। মি. হাসান এতে রাজি না হয়ে তাকে এমন একটা দলিল লিখে দিতে বললেন যা তিনি তার ব্যাংক থেকে ১০% সুদে বাট্টা করতে পারবেন। মি. কামাল এরূপ দলিল লিখে দিয়েছেন। *[মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক ড্রাফট কী? ১
খ. দাগকাটা চেক কিভাবে ভাঙ্গনো যায়? এটি অধিক নিরাপদ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মি. কামাল প্রথমে কোন ধরনের দলিল দিতে চেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কিছু ক্ষতি হলেও পরের দলিলটি মি. হাসানের দ্রুত টাকা পেতে সহায়ক হবে –উক্তিটির যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র প্রাপককে অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের এক শাখা অন্য শাখাকে যে লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে।

খ প্রাপকের ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়ার মাধ্যমে দাগকাটা চেক ভাঙ্গানো যায়।
দাগকাটা চেকে সাধারণত চেকের উপরিভাগে বামকোণে আড়াআড়িভাবে সমান্তরাল দুটি রেখা টানা থাকে। এরূপ রেখা বা দাগটানার ফলে এ চেকের অর্থ শুধু প্রাপকের হিসাবেই জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে প্রাপক তার হিসাব হতে চেক কেটে অর্থ উত্তোলন

করতে পারবে। প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ এ চেকের অর্থ উত্তোলন করতে পারে না বিধায় এটি অধিক নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে মি. কামাল প্রথমে পরবর্তী তারিখের চেক দিতে চেয়েছিলেন।

চেক হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেকে ইস্যুর তারিখ উলে-খ না করে কোনো ভবিষ্যৎ তারিখের উলে-খ করা হলে সেটি পরবর্তী তারিখের বা ভবিষ্যৎ চেক বলে গণ্য হয়।

উদ্দীপকে মি. হাসান মি. কামালের নিকট ১০,০০০ টাকা পাবেন। মি. কামাল তাকে ৩ মাস পরের তারিখ লিখে একটি দলিল দিতে চেয়েছিলেন।

চেক হলো এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিল। চেকে ইস্যুর তারিখ উলে-খ না করে কোনো ভবিষ্যৎ তারিখের উলে-খ করা হলে সেটি পরবর্তী তারিখের বা ভবিষ্যৎ চেক বলে গণ্য হয়।

উদ্দীপকে মি. হাসান মি. কামালের নিকট ১০,০০০ টাকা পাবেন। মি. কামাল তাকে ৩ মাস পরের তারিখ লিখে একটি দলিল দিতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে, উক্ত সময়ের পর কামালের নিকট এ দলিলটি উপস্থাপনের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ মি. কামাল এমন দলিল দিতে চেয়েছেন যেটি তার পক্ষ হয়ে ব্যাংকই পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে, পরবর্তী তারিখের উলে-খ করায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মি. কামাল মি. হাসানকে পরবর্তী তারিখের চেক দিতে চেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. হাসানের কিছু ক্ষতি হলেও পরবর্তীতে প্রাপ্ত অঙ্গীকারপত্রটি তার জন্য দ্রুত টাকা পেতে সহায়ক হবে।

অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের লিখিত অঙ্গীকার করে। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময় পর অঙ্গীকার প্রদানকারী ব্যক্তি উলি-খিত অর্থ পরিশোধ করে।

উদ্দীপকে মি. কামাল মি. হাসানকে পরবর্তী তারিখের চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, মি. হাসান এতে রাজি হয় নি। মি. হাসান এমন দলিল চান, যে দলিল তিনি ব্যাংক থেকে ১০% সুদে বাট্টা করতে পারবেন। মি. কামাল তাকে সেই দলিলই প্রদান করেন।

ব্যাংক থেকে বাট্টাকরণের সুবিধা ও অর্থ পরিশোধের অঙ্গীকার বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকের দ্বিতীয় দলিলটি হলো অঙ্গীকারপত্র, অঙ্গীকারপত্র হওয়ার কারণে মি. হাসান এটি সহজেই ব্যাংক থেকে বাট্টা করতে পারবে। অর্থাৎ তিনি এই দলিলের লিখিত মূল্য থেকে কিছু কম মূল্য গ্রহণ করবেন। এতে কিছু টাকা কম নিলেও তিনি দলিলটি পাওয়ার সাথে সাথেই তা নগদে রূপান্তর করতে পারবেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যটি যথার্থ।